শিক্ষাক্ষেত্রে মান নিশ্চিত করা যায় কি করে?

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

কদিন আগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক বলেছেন যে, বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির অভিযোগে সরকার ১০ হাজারের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়ার কথা ভাবছে। শিক্ষামন্ত্রীর এই বক্তব্য প্রকাশের পর কোনো স্তরের শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকেই এর পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়নি। কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে সংবাদটি প্রকাশিত হওয়ার পর কেউ কেউ চিঠিপত্রের পাতায় শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান দুর্নীতি নিয়ে তাদের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কথা লিখেছেন। 'ভোরের কাগজে' গতকালই প্রকাশিত এ ধরনের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। চিঠিটি লিখেছেন বদিউল আলম দুলাল। তার পরিচয় থেকে জানা গেলো তিনি একজন ফটো সাংবাদিক এবং মানবাধিকার কর্মী ও সংগঠক। তিনি শিক্ষামন্ত্রীর কাছে শিক্ষা ক্ষেত্রে যাবতীয় অনাচার কঠোর হস্তে দমন করার দাবি জানিয়েছেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে যে সব দুর্নীতি বিরাজ করছে সেগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন।

অভিযোগগুলো নতুন নয়, বেশ দীর্ঘদিনেরই। কিন্তু এগুলোর সত্যতা যাচাই করে দুর্নীতিসমূহ দূর করার উদ্যোগ এ পর্যন্ত খুব কমই নেওয়া হয়েছে। বছর চারেক আগে সরকার একবার এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল; বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু তখনই বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ করা হয়েছিল যে সরকার দেশের অমুক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে। বিষয়টিকে অনেকটা রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বোধ হয় সরকারকে পিছু হটতে হয়েছিল। আমার ধারণা জোট সরকারের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ তোলার মতো তেমন কোনো মহলই বাংলাদেশে নেই, রাজনৈতিক দলও নেই- যারা দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সরকারের গৃহীত কোনো ব্যবস্থাকে সস্তা রাজনীতিতে টেনে আনবে। এ ধরনের একটি অনুকূল বাস্তবতায় অবস্থান করে বর্তমান সরকার যদি সত্যিই শিক্ষা ব্যবস্থায় বিরাজমান দুর্নীতি রোধে উদ্যোগ গ্রহণ করে তা হলে কিছুটা হলেও আশার আলো দেখা দিতে পারে।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী দেশে ১০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়ার সরকারি চিন্তা-ভাবনার কথা বলেছেন। এগুলোর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ হচ্ছে নানা ধরনের অনিয়ম, দুর্নীতি, ছাত্রছাত্রীর অপ্রতুলতা এবং লেখাপড়ার নিম্নমানের। দেশের স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী যখন ১০ হাজারের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়ার কথা বলেন তখন বিষয়টি গুরুত্ব কতোখানি রয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। বাংলাদেশের মতো দেশে ১০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুব কম নয়। এগুলো অনেকদি থেকেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত হচ্ছে, এবং এগুলোকে টিকিয়ে রাখা কোনো মতেই সম্ভব নয়। বন্ধ করতেই হবে- এ ধরনের ধারণাই আমরা শিক্ষামন্ত্রীর কথা থেকে পাচ্ছি। মন্ত্রী মহোদয় অবশ্য বিস্তারিত বলেন নি কি ধরনের দুর্নীতি কোন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হচ্ছে। তবে ধারণা করা হচ্ছে যে শিক্ষামন্ত্রী দেশের বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করে কথাগুলো বলেছেন।

দেশে প্রায় ত্রিশ হাজারের মতো বেসরকারি প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজ রয়েছে যেগুলো সরকারি অনুদান পেয়ে থাকে। এর মধ্যে থেকে ১০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেই গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। সাধারণত বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে এগুলোর অনুমোদন লাভে দুর্নীতির আশ্রয়গ্রহণ করা হয়, শিক্ষক নিয়োগদানে অনিয়ম করা হয়, অযোগ্য ব্যক্তিদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দান করা হয়, ডোনেশনের মাধ্যমে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিয়োগ প্রদান, ছাত্রছাত্রী নেই বা প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্রছাত্রী নেই এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও এমপিও ভুক্ত করা, সরকারি অনুদান লুটেপুটে খাওয়া, লেখাপড়ায় মোটেও যত্নশীল না হওয়া ইত্যাদি। এছাড়া ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, কর্মচারীর অভিযোগ কম নয়। এ ধরনের অভিযোগ জাতি হিসেবে আমাদের জন্য অত্যন্ত অবমাননাকর, দুর্ভাগ্যজনকও বটে।

দুর্নীতি সব দেশেই কমবেশি আছে। কিন্তু শিক্ষার মতো একটি ব্যবস্থায় আমাদের দেশে দুর্নীতি এতোখানি বিস্তৃতি লাভ করেছে- তা ভাবতেই অবাক হতে হয়। তবে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে ভয়াবহ দুর্নীতির পাহাড় একদিনে গজিয়ে ওঠেনি, এই দুর্নীতি একদিন থেকে হয় নি। সরকারের যে প্রশাসন ব্যবস্থা দেশের বেসরকারি স্কুল (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক),

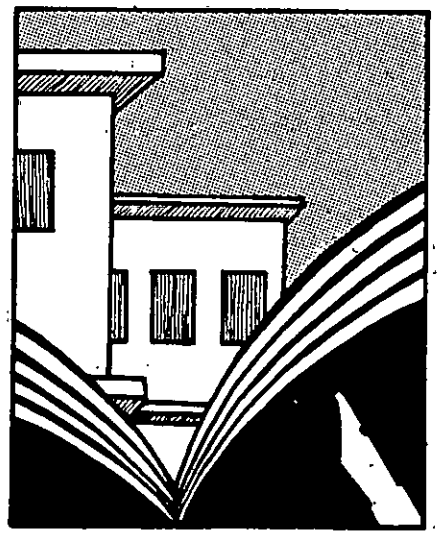

কলেজ ও মাদ্রাসার দেখভাল করার দায়িত্বপ্রাপ্ত, যারা এর অনুমোদন প্রদান ও অনুদান দেওয়ার সঙ্গে যুক্ত তারাই নিয়ম-নীতি ভঙ্গ করার ক্ষেত্রে দশ কদম এগিয়ে আছে, তাদের কারণেই বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় দেশে দুর্নীতি সম্প্রসারিত হওয়ার সুযোগ লাভ করছে। আমি সরাসরি সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা বোর্ডসমূহ, মাদ্রাসা-শিক্ষা বোর্ড এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাফিয়া চক্রের কথাই বলবো। এসব প্রতিষ্ঠানে এমন সব চক্র বহাল তবিয়তে রয়েছে যারা ঘুষ ছাড়া কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন ও শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য সরকারি অনুদান কোনোক্রমেই ছাড় দেয় না, এমন কি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন লাভ ও অনুদান প্রাপ্তির সরকারি নীতিমালা পূরণ করলেও। এছাড়া রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রভাব এবং চাপেও বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যেগুলোতে লেখাপড়ার মানোন্নয়নের চেষ্টার চাইতে দলীয় প্রভাব বিস্তার, ব্যক্তি প্রতিষ্ঠাতার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির চিন্তা-ভাবনা মুখ্য থাকে।

আসলে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকারের নির্ধারিত নিয়মনীতি রাজনৈতিক দল, সরকার, প্রভাবশালী কর্তাব্যক্তিরা যথাযথভাবে মানছে না। এরই সুযোগ গ্রহণ করছে আমলাতন্ত্র তথা শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত কর্তাব্যক্তিরা। ফলে দীর্ঘদিন থেকে দেশে বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানে নীতির চাইতে দুর্নীতিই প্রবলভাবে কার্যকর রয়েছে। শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগেও চলেছে লাগামহীন স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি এবং অনিয়ম। এভাবেই দেশে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠেছে। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট মানসম্মত প্রতিষ্ঠান না হলে সরকারের অনুমোদন ও অনুদান লাভের বিষয়গুলো কড়াকাড়িভাবে পালিত হলে এমনটি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু সেভাবে বিষয়গুলো হয়ে আসছে না। ফলে দেশে গড়ে উঠেছে যত্রতত্র এমন সব স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা যেগুলোতে না

> শ্রেণীকক্ষের পাঠদানে দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের অমনোযোগিতার কারণে ছাত্রছাত্রীদের বড়ো অংশই নির্ভরশীল হতে বাধ্য হচ্ছে প্রাইভেট শিক্ষকের ওপর। বাংলাদেশে ক্লাসে শিক্ষার পাশাপাশি প্রাইভেট পড়ার বাধ্যবাধকতা যেভাবে দাঁড়িয়ে গেছে তার ফলে ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত লেখাপড়াই নানা জিজ্ঞাসার জন্ম দিয়েছে।

আছে অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা, না আছে যোগ্য শিক্ষক, না আছে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্রছাত্রীও। প্রতিযোগিতার পরিবর্তে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমেও অনেক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যার ব্যয়ভার শেষ পর্যন্ত সরকারকে বহন করতে হচ্ছে। বস্তুত হচ্ছে চরম বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য, অনিয়ম আর দুর্নীতির শিকার হচ্ছে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা যারা পাচ্ছেন না মানসম্মত শিক্ষা। গত কয়েক বছরের এসএসসি, এইচএসসিও মাদ্রাসা পরীক্ষার চিত্রটি যদি একটু মনোযোগ সহকারে দেখা যায় তা হলে বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, অধিকাংশ গ্রামীণ এবং বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীর নির্ভরশীলতা প্রধানত নকলের ওপর; পরীক্ষায় বহিষ্কারের হিসেব নেওয়া হলেও দেখা যাবে লেখাপড়ায় পিছিয়ে থাকা এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাই বেশি; পাবলিক পরীক্ষা নিয়ে হাঙ্গামা, বহুমুখি চাপ ইত্যাদিতেও ঐসব প্রতিষ্ঠানই শীর্ষে। দেখা যাচ্ছে মানের দিকে থেকে যে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পিছিয়ে আছে, বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির ওপর নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠানগুলোই গোটা পাবলিক পরীক্ষাতে সরকারের থানা-পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটদের ওপর বাড়তি চাপ ফেলে, গোটা পাবলিক পরীক্ষায় নকলসহ বিভিন্ন ধরনের নিয়মবহির্ভূত কর্মকাণ্ডের হোতা হিসেবে ভূমিকা রাখে; গোটা পাবলিক পরীক্ষাই এগুলোর কারণে মর্যাদা হারাচ্ছে। একইভাবে অকৃতকার্যের পরিসংখ্যানও তাদেরই সব চাইতে বেশি। আসলে অধিকাংশ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠার কারণে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা এদের লেগেই থাকে। এগুলো ছাত্রছাত্রীদের যথাযথমানে শিক্ষিত করতে প্রায়ই ব্যর্থ হচ্ছে। তবে মনে রাখতে হবে, আমি দেশের সব কটি বেসরকারি স্কুল, কলেজ বা মাদ্রাসাকে একই মানে ফেলছি না। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্তত তিনভাগের দুই ভাগ যে নষ্ট হয়ে যায়নি, মোটামুটি এখনো নির্ভর করার মতো তা তো শিক্ষামন্ত্রীর কথা থেকেই স্পষ্ট। বেসরকারি যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যথার্থ অর্থেই মানসম্মত শিক্ষাদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে সেগুলোর দিকে সরকার, গভার্নিং বডি, সংশ্লিষ্ট সকলে যেমনিভাবে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন, একইভাবে যেসব প্রতিষ্ঠান মানসম্মত শিক্ষাদানে ব্যর্থ হবে, যেগুলোর অভ্যন্তরে অক্ষমতা, অযোগ্যতা রয়েছে তা কাটিয়ে ওঠার ব্যবস্থাও কর্তৃপক্ষকেই নিতে হবে। যেসব প্রতিষ্ঠান শুধু দুর্নীতি ও অনিয়মের ওপর নির্ভরশীল হয়ে আছে সেগুলোকে অবশ্যই বন্ধ করে দিতে হবে। সরকারের হাজার হাজার কোটি টাকা এভাবে লোপাট হচ্ছে, অথচ অর্থের অভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর লেখাপড়ার মানোন্নয়ন করা যাচ্ছে না এটিও বাস্তব সত্য।

আমাদের দেশে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধার অভাব রয়েছে, ভালো স্কুলে শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে, বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি, ল্যাব ইত্যাদি ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন মতো সরবরাহ করা যাচ্ছে না। সরকারি স্কুল ও কলেজগুলোতেও চলছে নানা ধরনের সমস্যা শিক্ষক স্বল্পতা, দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষকের অভাব; তাদের প্রশিক্ষণের অভাব। শ্রেণীকক্ষের পাঠদানে দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের অমনোযোগিতার কারণে ছাত্রছাত্রীদের বড়ো অংশই নির্ভরশীল হতে বাধ্য হচ্ছে প্রাইভেট শিক্ষকের ওপর। বাংলাদেশে ক্লাসে শিক্ষার পাশাপাশি প্রাইভেট পড়ার বাধ্যবাধকতা যেভাবে দাঁড়িয়ে গেছে তার ফলে ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত লেখাপড়াই নানা জিজ্ঞাসার জন্ম দিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে আমাদের শিক্ষার্থীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আদৌ মানসম্মত শিক্ষা পায় কিনা? খুব কমসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বাদ দিলে দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই কোনো না কোনোভাবে অর্পিত দায়িত্ব পালন করছে না, করতে পারছে না, ছাত্রছাত্রীদের যথাযথভাবে গড়ে তুলছে না। এ ধরনের একটি রূঢ় বাস্তবতার মধ্যে রয়েছে এখন দেশের কোটি কোটি শিশু, কিশোর, তরুণ-তরুণী, ছাত্রছাত্রী, যারা আমাদের আগামী দিনের মানবসম্পদ। কিন্তু মানসম্মত স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাবের কারণে একটি বড়ো ধরনের বিপর্যয় প্রতি বছর পাবলিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলে দেখা যায়। এই বিপর্যয় রোধ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে দুর্নীতিমুক্ত শিক্ষা প্রশাসন দেশব্যাপী গড়ে তোলা। শিক্ষার মূলচেতনা ও নীতিমালাকে সর্বত্র কার্যকর করতে হবে একটি অভিন্ন শিক্ষানীতিতে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। এ ক্ষেত্রে মেধা, নিয়মনীতি ও সততার কোনো বিকল্প থাকতে পারে না, হতে পারে না।

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী : অধ্যাপক, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।